ATMADEEP
An International Peer-Reviewed Bi-monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Volume-I, Issue-II, November, 2024, Page No. 111-119
Published by Uttarsuri, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.1.issue.02W.015

ত্রিপুরার রাজাদের ইতিবৃত্তমূলক গ্রন্থের সত্যাসত্যতা অনুসন্ধান

অঙ্কুর দেববর্মা, সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, কাঞ্চনপুর সরকারি মহাবিদ্যালয়, কাঞ্চনপুর, উত্তর ত্রিপুরা, ভারত

Received: 13.10.2024; Accepted: 25.11.2024; Available online: 30.11.2024
©2024 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract:

Tripura is a historically significant region, and texts related to the Chronicle of the Tripura Kingdom testify to its ancient roots. The Chronicle of the Tripura Kingdom is primarily written in Bengali and Sanskrit. Some literary critics believe that one version of the chronicle, called 'Rajabali,' is the earliest extant work of Bengali literature, predating the 'Charyapada,' and that it was written in prose. The Sanskrit version of the chronicle, called 'Rajratnakar,' is also considered one of the oldest works of literature. One of the Bengali versions of the chronicle is titled 'Rajmala,' which is believed to have been written in the mid-15th century. Critics like Sukumar Sen and Dinesh Chandra Sarkar have expressed the view that the Bengali version of 'Rajmala' was not written before the 18th century. There are various versions of 'Rajmala,' written at different times under the patronage of different kings, which leads to some ambiguity about its exact composition. Many scholars have shared differing opinions regarding the composition period of the 'Rajmala' chronicle. This research paper aims to discuss the Bengali and Sanskrit versions of the texts related to the Chronicle of the Tripura Kingdom, examining their composition periods and their historical accuracy.

Keyword: Tripura, Rajmala, Rajratnakar, Rajabali, chronicle of Tripura kingdom, ambiguity, truthiness.

ত্রিপুরা একটি প্রাচীন জনপদ। ত্রিপুরার রাজাদের ধারাবাহিক ইতিবৃত্তমূলক গ্রন্থগুলি ত্রিপুরার প্রাচীনতার সাক্ষী বহন করে আসছে। বাংলা এবং সংস্কৃত ভাষায় ত্রিপুরার রাজাদের ইতিবৃত্তমূলক গ্রন্থের নিদর্শন পাওয়া যায়। এই সন্দর্ভে মূলত সংস্কৃত এবং বাংলা ভাষায় রচিত ত্রিপুরার রাজাদের ইতিবৃত্তমূলক গ্রন্থের সত্যাসত্যতা অনুসন্ধান করা হয়েছে। ইতিবৃত্তমূলক যে গ্রন্থগুলির নাম এক্ষেত্রে উঠে এসেছে সেগুলি হলো– রাজাবলী, রাজমালিকা, রাজমালা, সংস্কৃত রাজমালা, রাজরত্নাকর প্রভৃতি।

ত্রিপুরার রাজাদের ইতিবৃত্তমূলক প্রথম গ্রন্থ হিসেবে 'রাজাবলী'র নাম জানা যায়। যদিও এর কোন পুঁথি যেমন মেলে নি তেমনি এর অস্তিত্বের অন্য কোন সুদৃঢ় প্রমাণও পাওয়া যায় নি। 'শ্রীরাজমালা'র (১৯২৬-১৯৩১ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত) সম্পাদক কালীপ্রসন্ন সেনের উক্তিতে 'রাজাবলী'র উল্লেখ পাওয়া যায়। তাঁর মতে "কোন কোন রাজবংশের ইতিহাস 'রাজাবলী' নামে পরিচিত। শেষোক্ত নামে ত্রিপুরায়ও এক প্রাচীন

ইতিহাস ছিল, তাহা আটশত বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গালা গদ্য ভাষায় রচিত হইয়াছিল। এখন সেই গ্রন্থের অস্তিত্ব লোপ পাইয়াছে।"[১] তিনি এও দাবী করেন যে–

> "এতকাল উক্ত গ্রন্থ বঙ্গভাষার আদি গ্রন্থ বলিয়া কীর্তিত হইতেছিল।"[২]

'রাজাবলী' গ্রন্থের গ্রহণযোগ্যতার প্রশ্নে তিনি প্রমাণস্বরূপ রামগতি ন্যায়রত্নের 'বাঙ্গালাভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব' (১৮৭৩ খ্রি:) গ্রন্থের উল্লেখ করেছেন। যদিও রামগতি ন্যায়রত্ন উক্ত গ্রন্থে কোথাও বলেন নি যে এটি বাংলা সাহিত্যের 'আদি গ্রন্থ'। 'রাজাবলী' গ্রন্থ সম্পর্কে রামগতি ন্যায়রত্নের মত–

> "শুনিতে পাওয়া যায়, ত্রিপুরার রাজাবলী ও রামরামবসুর প্রণীত প্রতাপাদিত্য-চরিত, এই দুইখানি গদ্যগ্রন্থ ঐকালের মধ্যে রচিত হইয়াছিল – কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে উহার একখানিও দেখিতে পাওয়া গেল না...।"[৩]

তিনি বাংলা সাহিত্যের আলোচনাকালে সাহিত্যকে আদিকাল, মধ্যকাল এইভাবে ভাগ করেছিলেন। উদ্ধৃতিটিতে 'ঐকালের' বলতে মধ্যকালের কথা বলতে চেয়েছেন।

ত্রিপুরার রাজাদের ধারাবাহিক ইতিবৃত্তমূলক আদি গ্রন্থ হিসেবে 'রাজাবলী'কে যারা মান্যতা দিয়েছেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন প্রাবন্ধিক সুচিন্ত্য ভট্টাচার্য। তিনি তাঁর 'ত্রিপুরার ইতিহাস ও সংস্কৃতি' গ্রন্থে লিখেছেন,

> "সাহিত্যক্ষেত্রে ত্রিপুরার সর্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য অবদান ত্রিপুরার ইতিহাস 'রাজাবলী'। বঙ্গসাহিত্যে ত্রিপুরার দ্বিতীয় অবদান একাদশ শতাব্দীর শেষভাগে রচিত ভবানী দাসের 'ময়নামতীর গান'।"[৪]

উদ্ধৃতিটিতে স্পষ্টতই প্রতীয়মান যে লেখক এখানে 'রাজাবলী'কে একাদশ শতাব্দীর শেষভাগের পূর্ববর্তী রচনা বলে উল্লেখ করতে চাইছেন। কিন্তু মতামতটি কতটুকু গ্রহণযোগ্য তা নিয়ে সন্দেহ থেকেই যাচ্ছে। নৃতাত্ত্বিক দিক বিচারে ত্রিপুরার রাজারা অনার্য শ্রেণীভুক্ত। এই অনার্য রাজবংশের ইতিবৃত্ত একাদশ শতাব্দীর সমসাময়িক বাংলা ভাষায় লেখা হচ্ছে, যে ভাষা কিনা সদ্য মাগধী অপভ্রংশের খোলস ছেড়ে নিজরূপ ধারণ করছিল মাত্র, তাও আবার গদ্যের আকারে, এই বিষয়টি ভাবা কষ্টকল্পিত। বাংলা ভাষা চর্চার তথাকথিত মূলভূমি অখণ্ড বাংলায় যেখানে গদ্যের আকারে সাহিত্য সৃষ্টির জন্য উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত প্রতীক্ষা করতে হয়েছে সেখানে একাদশ শতাব্দী কিংবা তারও পূর্বে বাংলা গদ্যের আকারে ত্রিপুরার রাজাদের ইতিবৃত্তমূলক গ্রন্থ লেখা হচ্ছে – এই মতটি যুক্তিযুক্ত নয় বলে মনে করি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'রাজর্ষি' উপন্যাস রচনাকল্পে ত্রিপুরার ইতিহাস সম্পর্কিত তথ্য আহরণের জন্য ১২৯৩ বঙ্গাব্দের ২৩ বৈশাখ তৎকালীন ত্রিপুরার মহারাজা বীরচন্দ্র মাণিক্যের (জন্ম- ১৮৩৯ খ্রি:- মৃত্যু ১৮৯৬ খ্রি:) সমীপে চিঠি লিখেন। প্রত্যুত্তরে মহারাজা যে চিঠি লিখেন সেখানে সংস্কৃত ভাষায় রচিত ত্রিপুরার রাজাদের ইতিবৃত্তমূলক গ্রন্থ 'রাজরত্নাকর' এবং বাংলা ভাষায় রচিত 'রাজমালা' বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ কিছু তথ্যের উল্লেখ পাওয়া যায়। সেই চিঠিতে তিনি লিখেন-

> "'রাজরত্নাকর' নামে ত্রিপুর রাজবংশের একখানা ধারাবাহিক সংস্কৃত ইতিহাস আছে। এই গ্রন্থ ধর্ম-মাণিক্যের রাজত্ব সময়ে সংকলিত হইতে আরম্ভ হয়। ...উক্ত রাজরত্নাকরে আর একখানা প্রাচীন সংস্কৃত ভাষায় লিখিত 'রাজমালা'র উল্লেখ আছে; কিন্তু সেই প্রাচীন রাজমালা এখন কোথাও অনুসন্ধান পাওয়া যায় না। রাজমালা বলিয়া যাহা প্রচলিত তাহা রাজরত্নাকর হইতে সংক্ষিপ্ত ও সংগৃহীত এবং বাংলা পদ্যে লিখিত। সাধারণে পাঠ করিয়া যেন অনায়াসে বুঝিতে পারে এই অভিপ্রায়েই দ্বিতীয় 'রাজমালা' রচিত হইয়াছে।"[৫]

উক্ত ধর্মমাণিক্যের রাজত্বকাল আনুমানিক ১৪৩১-১৪৬২ খ্রিস্টাব্দ। অর্থাৎ তারও পূর্বে 'রাজমালা' নামাঙ্কিত আরেকটি সংস্কৃত রাজমালা ছিল বলে তিনি উল্লেখ করেছেন। উদ্ধৃতাংশে 'দ্বিতীয় রাজমালা' বলতে তিনি

বাংলা 'রাজমালা'র কথা বলতে চাইছেন বলে মনে হয়, যা নাকি তাঁর বয়ানে সংস্কৃত 'রাজরত্নাকর' গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত। এ প্রসঙ্গে কালীপ্রসন্ন সেনের মতামতটি উদ্ধৃত করা যেতে পারে-

> "(রাজাবলী ব্যতীত) ত্রিপুরার অন্য প্রাচীন ইতিহাসের নাম 'রাজ-রত্নাকর'। এতদ্ব্যতীত সংস্কৃত ও বাঙ্গালা কবিতায় দুইখানা গ্রন্থ রচিত হয়, উক্ত উভয় গ্রন্থের নাম 'রাজমালা'।... এতদ্বারা জানা যায় যে, চন্তাই দুর্ল্লভেন্দ্র এবং পণ্ডিত শুক্রেশ্বর ও বাণেশ্বর কর্তৃক রাজ-রত্নাকর রচিত হইয়াছিল। সংস্কৃত এবং বাঙ্গালা রাজমালাও মহারাজ ধর্মমাণিক্যের অনুজ্ঞায় ইঁহারাই রচনা করেছিলেন, সুতরাং রাজরত্নাকর এবং রাজমালা সমসাময়িক গ্রন্থ বলিয়া প্রমাণিত হইতেছে। তবে, রাজরত্নাকর অগ্রে ও রাজমালা তাহার পরে রচিত হওয়া অসম্ভব নহে।"[৬]

আবার কালীপ্রসন্ন সেন 'শ্রীরাজমালা'র ১ম লহরের 'প্রস্তাবনা' অংশে 'রাজমালিকা' নামে আরেকটি গ্রন্থের উল্লেখ করেন। সেই গ্রন্থের পরিচয় প্রসঙ্গে কালীপ্রসন্ন সেন পাদটীকায় যে তথ্যটি দেন তাতে করে ত্রিপুরার রাজাদের ইতিবৃত্তমূলক সংস্কৃত গ্রন্থের রচনা সংখ্যা আরো বেড়ে যায়-

> "এটি (রাজমালিকা) সংস্কৃত ভাষায় রচিত ত্রিপুরার প্রাচীন ইতিহাস। পণ্ডিত মুকুন্দ ১৬৭৪ শকে এই গ্রন্থের এক সংক্ষিপ্তসার সংগ্রহ করেছিলেন। এটি 'সংস্কৃত রাজমালা' নামে অভিহিত হয়েছে। মূল রাজমালিকা গ্রন্থ বর্তমানে দুষ্প্রাপ্য।"[৭]

সম্ভবত এই 'মূল রাজমালিকা'র কথা-ই মহারাজা বীরচন্দ্রমাণিক্য দুষ্প্রাপ্য আদি সংস্কৃত 'রাজমালা' বলে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে চিঠিতে জানিয়েছিলেন।

এইসকল সংস্কৃত ভাষায় রচিত রাজাদের ধারাবাহিক ইতিবৃত্তমূলক গ্রন্থের পাশাপাশি বেশ কয়েকটি বাংলা ভাষায় রচিত ধারাবাহিক ইতিবৃত্তমূলক গ্রন্থের সন্ধানও পাওয়া যায়। এই গ্রন্থগুলি মূলত 'রাজমালা' নামেই বিভিন্ন সময়ে রচিত হতে দেখা যায়। এই গ্রন্থগুলির মধ্যে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য হলো -

১। পঞ্চদশ শতাব্দীতে ধর্ম-মাণিক্যের রাজত্বকালে চন্তাই দুর্ল্লভেন্দ্রের সহায়তায় পণ্ডিত শুক্রেশ্বর ও বাণেশ্বর কর্তৃক রচিত 'রাজমালা'।

১। আনুমানিক অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষপাদে রামনারায়ণ দেব দ্বারা অনুলিখিত চারখণ্ডে বিভক্ত 'রাজমালা'। এই রাজমালার মূল লেখক কিংবা মূল গ্রন্থটির রচনাকাল সম্পর্কিত কোনও তথ্য পাওয়া যায় না। এর পুঁথিটি জনৈক মণীন্দ্র গাঙ্গুলী কোনও এক সময় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে দান করেন। শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রচন্দ্র দত্ত পুঁথিটি ত্রিপুরা শিক্ষা অধিকার অধিকর্তার গোচরে নিয়ে এলে পর ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দে ত্রিপুরা শিক্ষা অধিকার দ্বারা তা মুদ্রিত হয়।

২। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে সংকলিত দুর্গামণি উজীরের 'রাজমালা'।

৩। ১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত, গদ্যে লিখিত কৈলাসচন্দ্র সিংহের 'রাজমালা বা ত্রিপুরার ইতিহাস'।

৪। মহারাজা রাধাকিশোর মাণিক্যের আমলে চন্দ্রোদয় বিদ্যাবিনোদ ভট্টাচার্য সম্পাদিত ৬ খণ্ডে মুদ্রিত 'রাজমালা'।

৪। ১৯২৬-৩১ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত কালীপ্রসন্ন সেন বিদ্যাভূষণ সম্পাদিত 'শ্রীরাজমালা' যা নাকি দুর্গামণি উজীরের 'রাজামালা'রই পরিবর্ধিত রূপ। তিনি মোট ৬টি লহরের পরিকল্পনা নিয়ে গ্রন্থটির সম্পাদনা শুরু করেছিলেন। প্রথম তিনটি লহর সার্থকতার সাথে মুদ্রণের পর চতুর্থ লহরের পাণ্ডুলিপি রচনা করে তিনি লোকান্তরিত হন।

৫। ভূপেন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্তী দ্বারা গদ্যে লিখিত ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত 'রাজমালা'। এই বইয়ে তৎকাল পর্যন্ত রাজাদের ইতিবৃত্ত লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

বিভিন্ন সময়ে রচিত এই সকল গ্রন্থগুলির রচনাকাল কিংবা রচনার উদ্দেশ্য দিয়ে মতদ্বৈধতা দেখা যায়। এই প্রসঙ্গে চন্দ্রোদয় বিদ্যাবিনোদ ভট্টাচার্য সম্পাদিত 'রাজমালা' উল্লেখ করা যায়। বিদ্যাবিনোদ মহাশয় সম্পাদিত রাজমালা সম্পর্কে কালীপ্রসন্ন সেন লিখেছেন-

> "...মহারাজ রাধাকিশোর মাণিক্য বাহাদুর রাজমালা প্রকাশের নিমিত্ত কৃতসংকল্প হন পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত পণ্ডিত চন্দ্রোদয় বিদ্যাবিনোদ মহাশয় এতদ্বিষয়ক কার্য্যে ব্রতী হইয়াছিলেন। তাঁহার প্রযত্নে রাজমালার প্রুফ কপিস্বরূপ অল্প সংখ্যক মূলগ্রন্থ মুদ্রিত হইয়াছিল মাত্র। নানা কারণে তিনি এই কার্যে এতদতিরিক্ত অগ্রসর হইবার সুযোগ প্রাপ্ত হন নাই। ... মহারাজ মাণিক্য বাহাদুরের অকালে আকস্মিক পরলোক গমনের সঙ্গে সঙ্গে এইবার রাজমালার কার্য্য বন্ধ হইয়া যায়, পণ্ডিত মহাশয় কার্য্যান্তরে যাইতে বাধ্য হন।"[৮]

অথচ কালীপ্রসন্ন সেনের সমসাময়িক ভূপেন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্তী তাঁর সম্পাদিত 'রাজমালা' গ্রন্থের 'পূর্বকথা' অংশে চন্দ্রোদয় বিদ্যাবিনোদের রাজমালা সম্পর্কে ভিন্ন মত পোষণ করেছেন-

> "রাধাকিশোর মাণিক্যের দরবার হইতে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত চন্দ্রোদয় বিদ্যাবিনোদ কতৃক রাজমালা ৬ খণ্ডে সম্পূর্ণ মুদ্রিত হয়।"[৯]

তাহলে এই গ্রন্থ সম্পাদনার কয়েকবছর পর বীরেন্দ্রকিশোর মাণিক্যের রাজত্বকালে (১৯০৯ খ্রি: - ১৯২৩ খ্রি:) কেন কালীপ্রসন্ন সেনকে আবার তা সম্পাদনার দায়িত্ব দেওয়া হলো? সে বিষয়ে ভূপেন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্তী তাঁর সম্পাদিত 'রাজমালা'র অন্তর্গত 'পূর্বকথা' অংশে লিখছেন-

> "...ঐতিহাসিক তথ্য সংযোজিত হইয়া রাজমালা গ্রন্থ সম্পাদনের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হওয়ায়...।"[১০]

সম্ভবত বিদ্যাবিনোদ মহাশয় সম্পাদিত 'রাজমালা'য় ঐতিহাসিক তথ্যের খামতি ছিলো কিংবা অন্য কোনও কারণবশত এই 'রাজমালা' সর্বসমক্ষে আনতে রাজবাড়ি কর্তৃপক্ষ রাজি ছিলেন না। তৎকালীন সময়ে বঙ্গবাসী কলেজের সংস্কৃত অধ্যাপক চন্দ্রোদয় বিদ্যাবিনোদ, যিনি ত্রিপুরার বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে বিজ্ঞানসম্মত দৃষ্টিতে ঐতিহাসিক তথ্য-সম্বলিত 'শিলালিপি সংগ্রহ'র (১৯০৪ খ্রিস্টাব্দ) মত গ্রন্থ রচনা করেছেন, সেই ব্যক্তির রচনায় ঐতিহাসিক তথ্যের অনুপস্থিতি মনে সন্দেহ জাগায়। আসলে ঐ সময় রাজমালা সম্পাদনা নিয়ে কিছুটা রহস্য দানা বাঁধতে দেখা যায়, কেননা কালীপ্রসন্ন সেনের পূর্বে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীকেও রাজমালা সম্পাদনের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিলো এবং তিনি তা সম্পন্নও করেছিলেন (ত্রিপুরা এডমিনিস্ট্রেশন রিপোর্ট, ১৩২৯ ত্রিং - ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দ দ্রষ্টব্য)। কিন্তু কোনও এক অজ্ঞাত কারণে তৎকালীন ত্রিপুরেশ্বর তা ছাপান নি। সম্ভবত ত্রিপুর রাজপরিবারের ঐতিহাসিকতা নিয়ে সন্দেহ করে কোনও কিছু লিখেছিলেন বলে এবং রাজ কর্তৃপক্ষ ইচ্ছানুযায়ী মতামত পোষণ করেন নি বলে। কালীপ্রসন্ন সেন তাঁর সম্পাদিত 'রাজমালা'র ১ম লহরের 'নিবেদন' অংশে কোথাও চন্দ্রোদয় বিদ্যাবিনোদ সম্পাদিত 'রাজমালা' কিংবা হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সম্পাদিত 'রাজমালা'র থেকে সাহায্য নিয়েছেন বলে উল্লেখ করেন নি। তবে যাদের কাছ থেকে সাহায্য পেয়েছেন তাদের নামের এক দীর্ঘ তালিকার মধ্যে হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর নাম উল্লেখ করেছেন, তাছাড়া প্রত্যক্ষভাবে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সম্পাদিত অপ্রকাশিত 'রাজমালা'র নাম উল্লেখ না করলেও পরোক্ষে তা স্বীকার করে নিয়েছেন-

> "অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণের লিখিত পাণ্ডুলিপি হইতে কোনও কোনও বিষয়ে সাহায্যপ্রাপ্ত হইয়াছি।"[১১]

এই অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর তত্ত্বাবধানে রাজমালা সম্পাদনার কাজে নিযুক্ত ছিলেন। চন্দ্রোদয় বিদ্যাবিনোদ সম্পাদিত 'রাজমালা' পূর্ণাঙ্গতা না পাওয়ার কারণ হিসেবে কালীপ্রসন্ন সেন প্রথম বলছেন যে 'নানা কারণে' এবং পরক্ষণেই বলছেন যে-

> "মহারাজ মাণিক্য বাহাদুরের অকালে আকস্মিক পরলোক গমনের সঙ্গে সঙ্গে এইবার রাজমালার কার্য্য বন্ধ হইয়া যায়।"[১২]

অন্যদিকে অমূল্যচরণ বিদ্যাবিনোদের 'রাজমালা' (অর্থাৎ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সম্পাদিত 'রাজমালা') পূর্ণাঙ্গতা না পাওয়ার প্রসঙ্গে লিখছেন–

> "অমূল্যবাবু দীর্ঘকাল এই কার্য্যে ব্যাপৃঃত ছিলেন, কিন্তু নানা কারণে তাঁহার সমস্ত কার্য্যই পণ্ড হইয়াছে।"[১৩]

উভয় রাজমালা সম্পাদনার ক্ষেত্রেই এই 'নানা কারণ' সন্ধানী আলোক নিক্ষেপের অপেক্ষা রাখে। এত বিদ্বজ্জনকে বাদ দিয়ে কালীপ্রসন্ন সেনকে রাজমালা সম্পাদনার দায়িত্ব দেওয়ায় তিনি নিজেও বিস্মিত হয়ে যান–

> "তখন ভ্রমেও ভাবি নাই, রাজমালা সম্পাদনার গুরুভার আমার ন্যায় অক্ষম ব্যক্তির হস্তে পতিত হইবে।"[১৪]

যদিও উক্তিটির মধ্য দিয়ে তাঁর বিনয়ভাবই প্রকাশিত হয়েছে তবুও তাঁর বিস্ময়-ভাব যে অমূলক নয়, বলাই বাহুল্য।

উপরোক্ত গ্রন্থগুলি ছাড়াও ত্রিপুরার ইতিহাস নিয়ে চর্চাকারী লেখকগণ আরো বেশ কিছু 'রাজমালা'র উল্লেখ করেছেন যা রীতিমত বিভ্রান্তির সৃষ্টি করে। যেমন - দুর্গামণি উজীর তাঁর সম্পাদিত 'রাজমালা'র চতুর্থ খণ্ডে লিখছেন–

> "পুরাতন রাজমালা আছিল রচিত/প্রসঙ্গেতে অলগ্নিক ভাষা যে কুৎসিত।"[১৫]

এই 'পুরাতন রাজমালা' বলতে তিনি কোন্ রাজমালার কথা বলছেন তা গবেষণা সাপেক্ষ। যদি প্রকৃত অর্থে ধর্মমাণিক্যের আমলে (রাজত্বকাল আনুমানিক ১৪৩১ খ্রি: - ১৪৬২ খ্রি:) প্রথম বাংলা রাজমালা রচিত হয় তাহলে এটি সেই পুঁথিও হতে পারে। তবে তার সম্ভাবনা কম কেননা দুর্গামণি উজির 'রাজমালা' রচনার পূর্বে অমরমাণিক্যের আমলে (১৫৭৭ খ্রি: - ১৫৮৬ খ্রি:) একবার 'রাজমালা' পরিবর্ধিত হয়েছিল। সেই 'রাজমালা'কেই সম্ভবত তিনি কুৎসিত বলে এর পরিমার্জনার প্রয়োজন অনুভব করে তার উপর হস্তক্ষেপ করেছিলেন। এটি রামানারণ দেবের 'রাজমালা' হওয়ার সম্ভাবনাও কম কেননা এই রাজমালা 'অলগ্নিক' বা 'কুৎসিত' কোনও দোষেই দুষ্ট নয়। অমরমাণিক্যের আমলে 'রাজমালা' পরিবর্ধনের প্রসঙ্গে কৈলাসচন্দ্র সিংহ তাঁর রচিত 'রাজমালা বা ত্রিপুরার ইতিহাস' গ্রন্থে লিখছেন যে, ১৪০৭ খ্রিস্টাব্দে ত্রিপুরার প্রাচীন ইতিহাস 'রাজমালা' পণ্ডিত শুক্রেশ্বর ও বাণেশ্বর দ্বারা রচিত হয়েছিল যা দুষ্প্রাপ্য এবং মহারাজা অমরমাণিক্যের আমলে রাজমালা পরিবর্ধিত হয়েছিলো যা 'প্রাচীন রাজমালা' বলে খ্যাত।[১৬] রামনারায়ণ দেব নকলকৃত 'রাজমালা'য়ও অমরমাণিক্যের আমলে রাজমালা পরিবর্ধিত হওয়ার প্রসঙ্গ পাওয়া যায় –

> "এই জদি রণচতুর নারায়ণে কৈল।
> অমর মাণিক্য রাজা সন্তোষ হইল।।
> পূর্ব্ব ২ নৃপতির সুনিলেক কথা।
> দত্যখণ্ড পুথি তবে করিলেক গাঁথা।।
> দুর্য্যখণ্ড বলিয়া পুস্তক নাম রাখে।
> শ্রীধর্ম্মমাণিক্য হতে রাজা তাতে লিখে।।"[১৭]

যদিও উদ্ধৃতিটির মধ্যে পরিবর্ধনের বিষয়টি ততটা স্পষ্ট নয়, বরং নতুন করে পুঁথি লেখার কথা উঠে আসছে। কৈলাসচন্দ্র সিংহ উদ্ধৃত 'প্রাচীন রাজমালা'কেই সম্ভবত দুর্গামণি উজীর 'পুরাতন রাজামালা' বলে উল্লেখ করে এর পরিমার্জনা করেছেন। তা যদি হয়ে থাকে তাহলে প্রচলিত মতে ধর্মমাণিক্যের আমলে রচিত প্রথম বাংলা 'রাজমালা'র যে উপরিউক্ত লেখকদ্বয়ের মধ্যে কেউই সন্ধান পান নি তা বলা-বাহুল্য।

কৈলাসচন্দ্র সিংহ তাঁর গদ্যে রচিত 'রাজমালা বা ত্রিপুরার ইতিহাস' গ্রন্থের ভূমিকায় তাঁর রচনার উৎস হিসেবে তিনটি 'রাজমালা'র পুঁথির কথা উল্লেখ করেছেন – প্রাচীন রাজমালা, সংক্ষিপ্ত রাজমালা ও সংস্কৃত রাজমালা। লক্ষণীয় যে তিনি 'রাজরত্নাকর' না বলে শুধু 'সংস্কৃত রাজমালা' বলেছেন, অথচ কালীপ্রসন্ন সেনের বয়ানে 'রাজরত্নাকর' অনেক প্রাচীন গ্রন্থ, মহারাজা বীরচন্দ্রের আমলে রাজেচ্ছায় তা কিছুটা পরিবর্ধিত হয়ে মুদ্রিত হয় শুধু। কৈলাসচন্দ্র সিংহ জানতে পারেন যে বীরচন্দ্র মাণিক্য (রাজত্বকাল- ১৮৬২ খ্রি:-১৮৯৬ খ্রি:) সংস্কৃতে লেখা ত্রিপুরার রাজাদের ইতিবৃত্তকে (অর্থাৎ রাজত্নাকর) নতুনভাবে পরিবর্ধন করে মুদ্রণের প্রয়াস নিয়েছেন যেখানে ইতিহাস বিকৃত হওয়ার সম্ভাবনা আছে। তাই উম্মাবশত ইচ্ছাকৃত ভাবে হয়তো 'রাজরত্নাকর' নামটি তিনি অনুল্লেখিত রেখেছেন কিংবা এও হতে পারে যে 'রাজমালিকা'র সংক্ষিপ্তরূপ 'সংস্কৃত রাজমালা'কেই বীরচন্দ্র মাণিক্য 'রাজরত্নাকর' বলে নামাঙ্কন করছেন এবং এই নামাঙ্কন কোনও প্রাচীন নাম নয়। এ বিষয়ে সন্দেহ ঘনীভূত হওয়ার মূল কারণ রবীন্দ্রনাথকে লেখা বীরচন্দ্র মাণিক্যের চিঠির মধ্যেই নিহিত আছে। 'রাজমালিকা'র সংক্ষিপ্তরূপ 'সংস্কৃত রাজমালা' সম্পর্কে বীরচন্দ্র কেন কিছু উল্লেখ না করে শুধু 'রাজরত্নাকর'এর কথা বললেন! কালীপ্রসন্ন সেনের মত অনুযায়ী 'রাজরত্নাকর' যদি পঞ্চদশ শতাব্দীতে বাংলা রাজমালার পূর্বে রচিত হয় তাহলে পরবর্তিকালে রচিত বাংলা রাজমালা কিংবা অন্য কোনো গ্রন্থে 'রাজরত্নাকর' নামটির উনুল্লেখও মনে সন্দেহ জাগায়। আবার বীরচন্দ্রের চিঠির বয়ান অনুযায়ী 'দ্বিতীয় রাজমালা' অর্থাৎ দুর্গামণি উজীরের লেখা 'রাজমালা' যদি 'রাজরত্নাকরের' সংক্ষিপ্তসার হয় তাহলে তাতেই বা কেন 'রাজরত্নাকর' এর কথা উল্লেখিত নেই? এই প্রশ্নগুলি উঠে আসা স্বাভাবিক।

এবার আসা যাক কৈলাসচন্দ্র সিংহ কথিত 'সংক্ষিপ্ত রাজমালা' প্রসঙ্গে। রামনারায়ণ দেব অনুলিখিত 'রাজমালা'র সাথে যদি কৈলাসচন্দ্র সিংহের পরিচয় থাকে তাহলে 'সংক্ষিপ্ত রাজমালা' বলতে এই রামনারায়ণ দেবের 'রাজমালা'র কথা-ই বোঝানো হচ্ছে বলে মনে হয় কেননা দুর্গামণি উজীরের 'রাজমালা'র তুলনায় রামানারায়ণ দেবের 'রাজমালা'র কাহিনি অনেকটাই সংক্ষিপ্ত। যদিও এ নিয়ে ভিন্ন মত পরিলক্ষিত হয়। প্রাবন্ধিক মৃণাল কান্তি দেবরায় কৈলাসচন্দ্র সিংহ ও বীরচন্দ্র মাণিক্যের উক্তি দিয়ে প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে 'সংক্ষিপ্ত রাজমালা' বলতে দুর্গামণি উজীর রচিত 'রাজমালা'র অখণ্ড সংস্করণকে বোঝানো হচ্ছে যার রচনাকাল ১৮৪৬ খ্রিস্টাব্দ।[১৮]

উক্ত গ্রন্থগুলি ছাড়াও কৈলাস চন্দ্র সিংহ তাঁর রচিত গ্রন্থের সপ্তম অধ্যায়ে গোবিন্দমাণিক্য ও ছত্রমাণিক্যের ইতিবৃত্ত বর্ণনাকালে আরো দুটো 'রাজমালা'র কথা উল্লেখ করছেন। এক্ষেত্রে গোবিন্দমাণিক্যের বংশধর ও ছত্রমাণিক্যের বংশধরের কাছে পৃঃথক পৃঃথক দুটো 'রাজমালা' রক্ষিত থাকার তথ্য তথা পক্ষপাতযুক্ত পাঠান্তরের কথাও তিনি বর্ণনা করেছেন (কৈলাসচন্দ্র সিংহ, 'রাজমালা বা ত্রিপুরার ইতিহাস', অক্ষর পাবলিকেশন্স, আগরতলা, ১৪২২ বঙ্গাব্দ, পৃঃ- ৬৬-৬৭ দ্রষ্টব্য)। এই দুটো 'রাজমালা' রামানারায়ণ দেব অনুলিখিত 'রাজমালা' থেকে পৃঃথক কেননা রামনারায়ণ দেবের 'রাজমালা'য় গোবিন্দমাণিক্য কিংবা নক্ষত্ররায়কে নিয়ে আলোচনা সংক্ষিপ্ত। নক্ষত্ররায়কে নিয়ে শুধু একটি পঙ্কতির সন্ধান মিলে – 'ছত্রমাণিক্য রাজা কতদিন ছিল।"[১৯] এছাড়াও রাজমালার যে অনেক পুঁথি একসময় ত্রিপুরার রাজদরবারে কিংবা ব্যক্তিগত সংগ্রহে ছিলো তার প্রমাণ রয়েছে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে ত্রিপুরায় কর্মরত ইংরেজ কর্মচারী J.P wise এর মারফৎ তার ভাই Dr. T.S Wise 'রাজমালা'র একটি প্রতিলিপি এশিয়াটিক

সোসাইটিতে পাঠান। 'রাজমালা'র এই পুঁথি পাওয়ার পরই রেভ. জেমস লঙ ১৮৫০ খ্রিস্টাব্দে 'Analysis of the Bengali Poem Rajmala, or Chronicles of Tripura' নামে এশিয়াটিক সোসাইটির জার্নালে প্রবন্ধ লেখেন। এই লেখা প্রকাশ পাওয়ার মাধ্যমে 'রাজমালা' সর্বপ্রথম বিদ্বজ্জন সমক্ষে চলে আসে। কালীপ্রসন্ন সেন 'রাজমালা' সম্পাদনার পর গ্রন্থটির 'নিবেদন' অংশে এক-জায়গায় লিখেন "রাজমালার পাঁচখানা পাণ্ডুলিপি মিলাইয়া বিশেষ সতর্কতার সহিত পাঠোদ্ধার করা হইয়াছে"। কর্নেল মহিমচন্দ্র দেববর্মা তাঁর 'দেশীয় রাজ্য' (১৯২২ খ্রি:) প্রবন্ধের অন্তর্গত 'ত্রিপুরা প্রসঙ্গ' প্রবন্ধে লিখছেন যে মহামহোপাধ্যায় শাস্ত্রী ১১টি পুরাতন রাজমালার পুঁথি পাঠের মাধ্যমে 'রাজমালা' সম্পাদনার কাজ করে যাচ্ছেন।

বাংলা 'রাজমালা' কবে নাগাদ প্রথম প্রথম রচিত হয়েছিল তা নিয়েও মতান্তর পরিলক্ষিত হয়। 'শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত' (১৯১৭ খ্রি:) প্রণেতা অচ্যুতচরণ চৌধুরীর মতে শুক্রেশ্বর ও বাণেশ্বর ১৪০৭ খ্রিস্টাব্দে রাজমালা রচনা করেন। কৈলাস চন্দ্র সিংহও একই মত পোষণ করেছেন। আসলে ধর্মমাণিক্যের রাজত্বকালকে নিয়ে বিভ্রান্তি এই মতানৈক্যের অন্যতম কারণ। কৈলাসচন্দ্র সিংহের মতে '১৩২৯ শকাব্দে মহারাজ ধর্মমাণিক্য সিংহাসন আরোহণ করেন।'[২০] কালীপ্রসন্ন সেন তাঁর 'রাজমালার প্রণেতাগণ' নামক প্রবন্ধে সর্বপ্রথম যুক্তি দিয়ে দেখিয়েছেন যে ধর্মমাণিক্যের সময়কাল ১৪৩১-১৪৬২ খ্রিস্টাব্দ এবং এই সময়কাল মধ্যেই প্রথম বাংলা 'রাজমালা' রচিত হয়। 'রাজমালা'র প্রাচীনত্ব প্রসঙ্গে কালীপ্রসন্ন সেনের উক্তি - "বাঙ্গালা রাজমালার প্রথমাংশ যে পাঁচশত বৎসরের প্রাচীন, এ বিষয়ে কাহারও সংশয় নাই। এশিয়াটিক সোসাইটির জার্ণেলও একথার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।"[২১] কিন্তু এই বিষয়ে আবার অনেক সমালোচকই সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। বাংলা রাজমালার রচনাকাল নিয়ে বিভিন্ন সমালোচকদের মতামত নিম্নে তুলে ধরা হলো –

১। Rev. James Long – The Raj Mala is a curiosity as presenting us the oldest specimen of Bengali composition extant, the first part of it having been compiled in the beginning of the 15th century, the subsequent portions were composed at a most recent date. We may consider this then as the most ancient work in Bengali that has come down to us. [২২]

২। কৈলাসচন্দ্র সিংহ, 'ত্রিপুরার প্রাচীন ইতিহাস' গ্রন্থ প্রণেতা শীতলচন্দ্র চক্রবর্তী, দীনেশচন্দ্র সেন প্রমুখরা 'রাজমালা'র প্রাচীনত্বের কথা স্বীকার করেছেন। দীনেশচন্দ্র সেন দুর্গামণি উজীরের 'রাজমালা'র বয়ানকে অবিশ্বাস করেন নি। তিনি লিখেছেন – "প্রথমভাগের ইতিহাসভাগ সংস্কৃতে ছিলো – সে বৃত্তান্ত শুক্রেশ্বর ও বাণেশ্বর রাজপণ্ডিতদ্বয় ভাষায় অনুবাদ করিতে স্বীকার করিলেন না। অগত্যা ধর্মমাণিক্য চন্তাই দুর্ল্লভেন্দ্রের শরণাপন্ন হইলেন। ইনি ত্রিপুর ভাষায় রচিত ইতিহাস হইতে বাংলা করিয়া যে কাহিনি শুনাইলেন, তাহাই শুক্রেশ্বর ও বাণেশ্বর বাংলা পয়ারে অনুবাদ করিয়া লইলেন।"[২৩]

৩। পুরাতত্ত্ববিদ দীনেশ চন্দ্র সরকারের মতে রাজমালা অষ্টাদশ শতকের শেষভাগে কিংবা উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে রচিত। তার মতের স্বপক্ষে তিনি রাজামালায় উল্লেখিত 'পীঠনির্ণয়' গ্রন্থের একটি শ্লোকের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন যে 'পীঠনির্ণয়' গ্রন্থটি যেহেতু অষ্টাদশ শতাব্দীতে রচিত সেহেতু 'রাজমালা' তার পরে রচিত হওয়াই স্বাভাবিক।

৪। ভাষাচার্য সুকুমার সেন মনে করেন কৃষ্ণকিশোর মাণিক্যের আমলে (১৮২৯-১৮৪৯ খ্রিস্টাব্দ) দুর্গামণি উজীর অন্যকোনো গ্রন্থের সহায়তায় 'রাজমালা' লেখেন।

উপরে উল্লেখিত যেসকল বিদ্বজ্জন রাজমালার প্রাচীনত্বে সন্দিহান তার মধ্যে অধিকাংশই মূলত দুর্গামণি উজীর কৃত 'রাজমালা'কে অনুসরণ করেছেন। অপরপক্ষে এখন পর্যন্ত প্রাপ্ত 'রাজমালা'র পুঁথির মধ্যে রামনারায়ণ দেব দ্বারা নকলকৃত পুঁথিই প্রাচীন। যদিও এর কোনও খণ্ডের ভাষা-ই পঞ্চদশ শতাব্দীর বাংলা ভাষার সম্ভাব্যরূপের সাথে মেলে না, অর্থাৎ যদি ধরেও নেওয়া যায় যে এটি পঞ্চদশ শতাব্দীতে লিখিত সেই

রাজামালার পরিবর্ধিত রূপ, তাহলে এর উপর যে আধুনিকীকরণ কিংবা তথাকথিত পরিমার্জনের জন্য অনেক হস্তক্ষেপ হয়েছে তা বলাবাহুল্য। এই তথাকথিত পরিমার্জনের প্রবণতা যে ত্রিপুরায় ছিলো তার প্রমাণ আমরা দেখেছি দুর্গামণি উজির রচিত 'রাজমালা'র পরিবর্ধিত রূপের মধ্যে, যেখানে তিনি নিজেই পরিবর্ধনের কারণ হিসেবে বলছেন–

"পুরাতন রাজমালা আছিল রচিত/প্রসঙ্গেতে অলগ্নিক ভাষা যে কুৎসিত।"[২৪]

এতদসত্ত্বেও ত্রিপুরার রাজাদের ইতিবৃত্তমূলক গ্রন্থ হিসেবে রাজমালার প্রাচীনত্বকে অস্বীকার করার কোনও কারণ নেই, কেননা ত্রিপুরার ইতিহাসে সাহিত্য, ইতিহাসচর্চা নতুন কিছু নয়। রাজ পৃঃষ্ঠপোষকতায় সাহিত্য কিংবা শিল্প সৃষ্টির পেছনে রাজবংশের স্থায়িত্ব, রাজতন্ত্রের তুলনামূলক স্থিতিশীলতাও একটি মূল ভূমিকা রাখে। সেক্ষেত্রে ত্রিপুরা রাজবংশ যে সুপ্রাচীন এবং তার যে একটি দীর্ঘকালের ইতিহাস আছে- বিশেষত ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকে, সে কথা ত্রিপুরার বাইরের বিভিন্ন ঐতিহাসিক গ্রন্থেও প্রামাণ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত। তবে একথাও অনস্বীকার্য যে মূল পুঁথি বা অন্য কোনও আদি পুঁথি কিংবা সে সম্পর্কিত নতুন কোনও তথ্য না পাওয়া পর্যন্ত ত্রিপুরার রাজাদের ধারাবাহিক ইতিবৃত্তমূলক গ্রন্থের রচনাকাল, রচয়িতা প্রভৃতি নিয়ে মতান্তর চলতে থাকাই স্বাভাবিক। একই গ্রন্থের বেশ কিছু পাঠান্তর, আবার তার উপর হস্তক্ষেপ, লেখকের স্বাধীন মতপ্রকাশের উপর রাজ কর্তৃপক্ষের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রভাব প্রভৃতি বিষয়গুলির ফলে প্রকৃত ইতিহাস অনেকক্ষেত্রেই ধোয়াচ্ছন্ন।

তথ্যসূত্র:

১। সেন, কালীপ্রসন্ন (সম্পা:), 'শ্রীরাজমালা'- প্রথম লহর, রাজমালা কার্যালয়, আগরতলা, ত্রিপুরা, 'পূর্ব্বভাষ' অংশ
২। সেন, কালীপ্রসন্ন, 'রাজমালার প্রণেতাগণ', শতাব্দীর ত্রিপুরা, রমাপ্রসাদ দত্ত ও নির্মল দাশ (সম্পা:), অক্ষর পাবলিকেশনস, দ্বিতীয় সংস্করণ – ২০১৬ খ্রিস্টাব্দ, পৃঃ-৩১
৩। ন্যায়রত্ন, রামগতি, 'বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব', বুধোদয় যন্ত্র, হুগলী, ১৯৩০, পৃঃ-১৬৬
৪। ভট্টাচার্য, সুচিন্ত্য, 'ত্রিপুরার ইতিহাস ও সংস্কৃতি', উপজাতি গবেষণা ও সংস্কৃতি কেন্দ্র, ত্রিপুরা সরকার, আগরতলা, ২০১৭, পৃঃ-২
৫। 'রবি' ত্রৈমাসিক পত্র, ২য় বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা ১৩৩৫ ত্রিপুরাব্দ
৬। সেন, কালীপ্রসন্ন (সম্পাঃ), 'শ্রীরাজমালা'- প্রথম লহর, রাজমালা কার্যালয়, আগরতলা, ত্রিপুরা, 'পূর্ব্বভাষ' অংশ
৭। সেন, কালীপ্রসন্ন (সম্পা:), 'শ্রীরাজমালা'- প্রথম লহর, রাজমালা কার্যালয়, আগরতলা, ত্রিপুরা, পৃঃ - ৪
৮। সেন, কালীপ্রসন্ন (সম্পা:), 'শ্রীরাজমালা'- প্রথম লহর, রাজমালা কার্যালয়, আগরতলা, ত্রিপুরা, নিবেদন অংশ
৯। চক্রবর্তী, ভূপেন্দ্রচন্দ্র, 'রাজমালা', টিচার্স এন্ড কোং, আগরতলা, ত্রিপুরা, প্রথম প্রকাশ – ১৩৫১ ত্রিপুরাব্দ, পূর্ব্বকথা অংশ
১০। তদেব
১১। সেন, কালীপ্রসন্ন (সম্পা:), 'শ্রীরাজমালা'- প্রথম লহর, রাজমালা কার্যালয়, আগরতলা, ত্রিপুরা, নিবেদন অংশ
১২। তদেব
১৩। তদেব
১৪। তদেব
১৫। ভট্টাচার্য, রঞ্জিত চন্দ্র, ত্রিপুরার রাজআমলের বাংলা সাহিত্য, প্রকাশক : রঞ্জিত চন্দ্র ভট্টাচার্য, পশ্চিম জয়নগর, আগরতলা, ত্রিপুরা, পৃঃ – ১১
১৬। সিংহ, কৈলাসচন্দ্র, 'রাজমালা বা ত্রিপুরার ইতিহাস', অক্ষর পাবলিকেশন্স, আগরতলা, ১৪২২ বঙ্গাব্দ, পৃঃ-২৪
১৭। 'রাজমালা', শিক্ষা অধিকার, ত্রিপুরা সরকার, আগরতলা, পৃঃ- ৪৬
১৮। দেবরায়, মৃণালকান্তি, 'রাজমালা', জ্ঞান বিচিত্রা, আগরতলা, ২০০৮, পৃঃ- ৮১
১৯। 'রাজমালা', শিক্ষাঅধিকার, ত্রিপুরা সরকার, আগরতলা, পৃঃ- ৭৯

২০। সিংহ, কৈলাসচন্দ্র, 'রাজমালা বা ত্রিপুরার ইতিহাস', অক্ষর পাবলিকেশন্‌স, আগরতলা, ১৪২২ বঙ্গাব্দ, পৃঃ-৪৫ দ্রষ্টব্য

২১। সেন, কালীপ্রসন্ন (সম্পা:), 'শ্রীরাজমালা'- প্রথম লহর, রাজমালা কার্যালয়, আগরতলা, ত্রিপুরা, পূর্ব্বভাষ অংশ

২২। Rev. James Long, 'Analysis of the Rajmala or Chronicles of Tripura', The Asiatic Society of Bengal, Kolkata, 1850, p- 6

২৩। সেন, দীনেশচন্দ্র, 'ত্রিপুরা রাজ্য', ত্রিপুরার ইতিহাস, কমল চৌধুরী (সংগ্রহ ও সম্পাদনা), দেজ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০১৭, পৃঃ- ১৮

২৪। ভট্টাচার্য, রঞ্জিত চন্দ্র, 'ত্রিপুরার রাজআমলের বাংলা সাহিত্য', প্রকাশক : রঞ্জিত চন্দ্র ভট্টাচার্য, পশ্চিম জয়নগর, আগরতলা, ত্রিপুরা, পৃঃ- ১১